শব্দ কি একটি বিজাতীয় প্রমাণ

বৈশেষিকমতে শব্দকে একটি অতিরিক্ত প্রমাণ বলার কোন প্রয়োজন নেই। তাঁদের মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুটি প্রমাণ স্বীকার করলেই সর্বত্রই উপপত্তি হয়ে যায়। শব্দ শ্রবণ করলে জ্ঞান হয় এবং ঐ জ্ঞান সময় বিশেষে প্রমাও হয়, একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু শব্দ শ্রবণের দ্বারা যে প্রমা উৎপন্ন হয়, সেই প্রমা প্রতাক্ষ প্রমা বা অনুমিতি প্রমা থেকে বিজাতীয় কিছু নয়। শব্দ স্বীয় অর্থের স্মৃতির জনক হয়ে ঐ অর্থের গ্রাহক অলৌকিক প্রত্যক্ষ প্রমাজ্ঞানের প্রযোজক হয়, অথবা স্বীয় অর্থের গ্রাহক অনুমিতিজ্ঞানের প্রযোজক হয় অর্থাৎ শব্দ দ্বারা কখনো প্রত্যক্ষ প্রমা উৎপন্ন হয়, কখনো বা অনুমিতি প্রমা উৎপন্ন হয়। এরূপ অবস্থায় শব্দকে অতিরিক্ত বিজাতীয় প্রমাণ বলার কোন কারণ নেই।

অন্নংভট্ট এখানে অতিসংক্ষেপে বৈশেষিকমত উপন্যস্ত করেছেন। শব্দ কখনো কখনো প্রত্যক্ষ প্রমার প্রযোজক হয়, স্বীয় অর্থের স্মৃতি উৎপন্ন করে ঐ স্মৃত্যাত্মক জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষের দ্বারা অলৌকিক প্রত্যক্ষ প্রমার জন্ম দেয় এই বৈশেষিক মতের তিনি এখানে কোনো উল্লেখ করেন নি। তবে তিনি এই প্রসঙ্গে বৈশেষিক মতের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, শব্দ অনুমিতি প্রমার প্রযোজক দুইভাবে হয়। অনুমিতি প্রমার জনক অনুমানে শব্দ পক্ষ হয়ে প্রযোজক হয়, অথবা অনুমিতি প্রমার জনক অনুমানে শব্দ হেতু হয়ে প্রযোজক হয়। কিন্তু অন্নংভট্ট তাঁর তর্কদীপিকা গ্রন্থে বৈশেষিকদের শব্দপক্ষক অনুমানেরই উল্লেখ করেছেন। এই শব্দপক্ষক অনুমানটি হল ঃ ‘এতানি পদানি স্মারিতার্থসংসর্গবন্তি আকাঙ্খাদিমৎপদকদম্বকত্বাৎ মদবাক্যবৎ’ অর্থাৎ এই পদগুলি (ঘটম আনয় ত্বম এই বাক্যস্থিত পদগুলি) স্মারিত অর্থসমূহের সংসর্গবিশিষ্ট, যেহেতু এই পদগুলি পরস্পরসাকাঙ্খ, পরস্পর অন্বয়যোগ্য অর্থের স্মারক ও পরস্পর সন্নিহিত।

বৈশেষিকদের এই বক্তব্যের অর্থ হল - আকাঙ্খাদিযুক্ত প্রত্যেক শব্দ-সমষ্টি বা বাক্যের ব্যবহারের পূর্বে ঐসবশব্দ যে যে বস্তুকে স্মরণ করায়, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের জ্ঞান থাকে। 'দণ্ড দ্বারা একটি গাভী আনয়ন কর' - বাক্যটি এমনই এক শব্দসমষ্টি।

'দণ্ড দ্বারা একটি গাভী আনয়ন কর', এই শব্দ-সমষ্টি বা বাক্যটি ব্যবহারের পূর্বে ঐসব শব্দ যে যে বস্তুকে স্মরণ করায়, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের জ্ঞান থাকে।

স্পষ্টতই, 'দণ্ড দ্বারা একটি গাভী আনয়ন কর' জ্ঞানটি শাব্দ জ্ঞান নয়, তা হল অনুমিতি। এই অনুমিতির ব্যাপ্তিবাক্যটি হল, 'যেখানে যেখানে আকাঙ্খাদিযুক্ত পদসমূহ থাকে, সেখানে সেখানে ঐ পদসমূহ দ্বারা স্মারিত অর্থ সমূহের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে।'

অন্নংভট্ট দীপিকাটীকাতে বৈশেষিকদের উপরোক্ত অভিমত খণ্ডন করলেও বৈশেষিক প্রদত্ত উল্লিখিত অনুমানটির কোন দোষের উল্লেখ করেন নি। তিনি এমনও বলেন না যে, উপরোক্ত অনুমানের হেতুটি দোষদুষ্ট। বৈশেষিক মতবাদের বিরুদ্ধে - 'শব্দ প্রমাণ অনুমান প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত', এই মতবাদের বিরুদ্ধে অন্নংভট্টের আপত্তি হল, 'শাব্দ-বোধ' নামক মানসিক অবস্থার যে আন্তর-প্রত্যক্ষ(অর্থাৎ অনুবাবসায়) তা বৈশেষিক মতবাদের বিরোধী হয়। অন্নংভট্ট বলেন, 'শব্দাৎ প্রত্যেমি' অর্থাৎ 'শব্দ শ্রবণ মাত্রই তার বিশিষ্ট অর্থ আমার বোধগম্য হয়' এ প্রকার অনুব্যবসায়ই (আন্তর প্রত্যক্ষই) শাব্দজ্ঞানকে অনুমিতি থেকে পৃথক করে এবং শব্দ প্রমাণকে অনুমান প্রমাণ থেকে ভিন্ন করে। প্রকৃত কথা হল - শব্দ সমষ্টি বা বাক্য শ্রবণমাত্র এত দ্রুত আমাদের শব্দার্থের বা বাক্যার্থের বোধ জন্মায় যে তার পূর্বে ঐ প্রকার ব্যাপ্তিজ্ঞান বা পরামর্শজ্ঞান হওয়ার অবকাশ থাকে না।

বাস্তবিকপক্ষে, বাক্যার্থবোধের ক্ষেত্রে সাধারণত আমাদের উপরোক্ত প্রকারে ব্যাপ্তিনিশ্চয় ও পরামর্শজ্ঞান হতে দেখা যায় না। পক্ষান্তরে 'বাক্য শ্রবণমাত্র আমার অর্থ বোধ হচ্ছে' এমন অনুব্যবসায়ই হয়ে থাকে। তাহলে ব্যাপ্তিনিশ্চয় ও পরামর্শ ব্যতিরেকে বাক্যার্থবোধ হওয়ায় অর্থাৎ ব্যাপ্তিনিশ্চয় ও পরামর্শের সাথে বাক্যার্থবোধের ব্যতিরেক ব্যভিচার থাকায় বাক্যার্থবোধের প্রতি তাদের কার্য-কারণ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। অতএব শাব্দবোধ বা বাক্যার্থবোধ অনুমিতির অন্তর্গত হতে পারে না এবং ফলত শব্দ প্রমাণ অনুমান প্রমাণের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে না। পক্ষান্তরে বাক্যার্থবোধের বা শাব্দবোধের সঙ্গে শব্দের অন্বয় ও ব্যতিরেক সহচার সম্পর্ক থাকায় শব্দকেই বাক্যার্থবোধের বা শাব্দবোধের কারণ বা প্রমাণরূপে স্বীকার করতে হয়। তাছাড়া, অন্নংভট্ট দীপিকাটীকাতে আরও বলেন যে, অনুমিতির ক্ষেত্রে যেমন 'অনুমিনোমি' এই প্রকার অনুব্যবসায় হয়, বাক্যার্থবোধ বা শাব্দবোধের ক্ষেত্রে তেমন হয় না। বাক্যার্থ বা শাব্দবোধের ক্ষেত্রে 'শব্দাৎ প্রত্যেমি' বা 'শাব্দয়ামি' এই প্রকারে অনুব্যবসায় হয়।

শব্দ অনুমানের অন্তর্ভূক্ত হলে শাব্দবোধের ক্ষেত্রে ‘শব্দাৎ প্রত্যেমি’ অর্থাৎ ‘শব্দজন্য আমি অনুমিতি জ্ঞানবান হচ্ছি’ - এই প্রকারে অনুব্যবসায় হবে, ‘শাব্দয়ামি’ অর্থাৎ ‘শব্দজন্য আমি শাব্দবোধবান হচ্ছি’ - এমন অনুব্যবসায় হবে না। কিন্তু আমাদের সকলেরই শব্দজন্য ‘শব্দাৎ প্রত্যেমি’ বা ‘শাব্দয়ামি’ এই প্রকারেই অনুব্যবসায় হয়ে থাকে। সুতরাং অন্নংভট্টের সিদ্ধান্ত হল - শাব্দবোধ অনুমিতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক অনুভব এবং শব্দ প্রমাণ অনুমান প্রমাণ থেকে স্বতন্ত্র প্রমাণ। শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার না করলে কোন আলোচনা, বিতর্ক, ভাবের আদান-প্রদান, এককথায় যাবতীয় লোকব্যবহারই অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুতরাং প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ - ন্যায়দর্শনসম্মত এই চারটি প্রমাণকেই স্বীকার করতে হবে।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ